সহযোগী এবং প্রয়োগকারীর বর্ণনা

আজ বাপদাদা নিজের সহযোগী বাহুদের দেখছেন যে তাঁর সহযোগী বাহুরা তাঁর গৃহীত শ্রেষ্ঠ কাজ কিভাবে সফল করছে ! প্রত্যেক বাহুর দিব্য অলৌকিক কার্যের গতি দেখে বাপদাদা পুলকিত হয়ে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করছিলেন । বাপদাদা দেখেছিলেন যে, কোনো কোনো বাহু অক্লান্তভাবে গভীর আবেগে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ উত্সাহ-উদ্দীপনায় সহযোগী । আবার কেউ কেউ অর্পিত কার্যভার পালন করছে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে তাদের উত্সাহ-উদ্দীপনার তীব্রতায় ফারাক হয়ে যাচ্ছে । যাই হোক, যখন তারা অবিরাম তীব্রগতির বাহুদের উত্সাহ-উদ্দীপনা দেখছে তারাও তীব্রগতিতে কার্য করতে শুরু করছে । একে অপরের সহযোগিতায় তারা কাজের বেগ তীব্রতার সাথে বাড়িয়ে যাচ্ছে ।

বাপদাদা আজ তিন প্রকারের বাচ্চা দেখছিলেন । এক, সদা সহজ যোগী । দুই, যারা প্রতিটা বিধি বারবার প্রয়োগ করা প্রয়োগকারী । তিন, সহযোগী । কার্যতঃ, এই তিন ধরণই যোগী আত্মা, কিন্তু তাদের স্টেজ ভিন্ন ভিন্ন । সহজ যোগী কাছের সম্বন্ধে এবং সর্বপ্রাপ্তির কারণে নিজে থেকেই সদা সহজ যোগের অনুভব করে । সদা সমর্থ স্বরূপ হওয়ার কারণে এই নেশাতে সদা অনুভব করে আমি বাবারই । নিজেদের স্মরণ করাতে হয়না যে, 'আমি আত্মা, বাবার বাচ্চা' । আমি তো বাবারই, সদা এই নেশায় তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্তিস্বরূপ হওয়ার ন্যাচারাল নিশ্চয় থাকে । একজন সহজ যোগী সদাসর্বদা আপনা থেকেই সর্বসিদ্ধির অনুভব করে । এইজন্য সহজ যোগী সদাই শ্রেষ্ঠ উত্সাহ-উদ্দীপনার খুশিতে একরস থাকে । সহজযোগী সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী স্বরূপে সদা শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত থাকে ।

প্রয়োগকারী আত্মারা সদা সব স্বরূপে, সব পয়েন্টে এবং সব প্রাপ্তি স্বরূপের প্রয়োগ করতে করতে সেই স্থিতির অনুভব করে । কিন্তু তারা কখনো সফলতার অনুভব করে, তো কখনো মেহনত অনুভব করে । যেমনই হোক, প্রয়োগকারী হওয়ার কারণে এবং তাদের বুদ্ধি অভ্যাসের পরীক্ষাগারে ব্যস্ত (busy) থাকার কারণে তারা ৭৫ পার্সেন্ট মায়ার থেকে সেফ থাকে । এর কারণ কি ? প্রয়োগী আত্মাদের আগ্রহ থাকে নিজেদের জন্য নতুন এবং আলাদা অনুভব খুঁজে পাওয়ার । তাদের এই আগ্রহ থাকার কারণে, তারা মায়ার থেকে সেফ থাকে তাদের মনের গবেষণাগারে । যতই হোক তারা একরস হয়না । কখনও অনুভব হওয়ার কারণে অনেক উত্সাহ-উদ্দীপনায় তারা খুশির দোলায় দুলতে থাকে, অন্য সময় বিধির দ্বারা সিদ্ধির প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণে উত্সাহ-উদ্দীপনার প্রভেদ হয়ে যায় । উত্সাহ-উদ্দীপনা কম হওয়ার কারণে তারা মেহনত অনুভব করে । এইজন্য তারা কখনো সহজ যোগী, তো কখনো মেহনত করতে হবে এমন যোগী । ভরসার সাথে 'আমি তাঁর বাচ্চা' বলার পরিবর্তে তারা বলে, 'আমি এই, আমি এই' । 'আমি আত্মা' 'আমি বাচ্চা' আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান' - এই স্মৃতি দ্বারা সফলতা পাওয়ার জন্য বারবার মেহনত করতে হয় । এই কারণে কখনো কখনো তারা যা ভাবে সেইরকম অনুভবের স্টেজে স্থিত হয় । কখনো কখনো বারংবার তারা যা ভাবছে সেই স্বরূপের অনুভব করে । যাকে বলা হয় প্রয়োগকারী আত্মা । সর্বাধিকারের স্বরূপ, সহজ যোগীর । বারবার সংশোধনার্থে অধ্যয়ন করার স্বরূপ, প্রয়োগী আত্মার । সুতরাং, আজ, বাবা দেখছিলেন কারা সহজ যোগী আর কারা প্রয়োগকারী । প্রয়োগী আত্মাও মাঝে মাঝে সহজ যোগী হয় কিন্তু সদা নয় । তারা তাদের মনের পজিশন লক্ষ্য করে এবং মনোভাবসূচক চেহারার পোজ (ভঙ্গি) বদল করে ।

সারাদিনে কতবার পোজ বদলাও ! তোমরা নিজেদের বিভিন্ন পোজ জানো ? নিজেকে সাক্ষী হয়ে দেখ ? বাপদাদা সদা বেহদের নিরন্তর এই খেলা যখনই তিনি চান, তখনই দেখতে থাকেন ।

এখানে লৌকিক দুনিয়াতে একই খেলায় যেমন তুমি নিজের নানান মজাদার পোজ লক্ষ্য করে থাকো, বিদেশে এই খেলা হয় ? তোমরা তো প্র্যাকটিকালি এখানে এইরকম খেলা খেলনা, তাই না ? এখানেও তোমাদের বোঝার (burden) ভারে কখনো কখনো তোমরা মোটা হয়ে যাও আর কখনও অধিক মাত্রায় ভাবনার সংস্কারের কারণে লম্বা হয়ে যাও (প্রকৃতপক্ষে তুমি যা তার থেকে নিজেকে অতিরঞ্জিত ক'রে ভাবো) । কখনও আবার মনোবলভঙ্গ হওয়ার কারণে তুমি নিজেকে খুব ছোট ক'রে দেখ । কখনো তুমি বেটে হয়ে যাও, কখনো মোটা তো কখনো লম্বা হয়ে যাও ! তাহলে কি এই খেলা তোমাদের ভালো লাগে ?

ডবল বিদেশী তোমরা সবাই সহজ যোগী ? আজ, তোমাদের সহজ যোগীর চার্ট ছিল ? তোমরা তো শুধু প্রয়োগকারী আত্মা নও, তাই না ! তোমরা ডবল বিদেশীরা মধুবন থেকে সদাকালের সহজ যোগী হওয়ার অনুভব নিয়ে ফিরে যাচ্ছ ? আচ্ছা - সহযোগী আত্মারাও যোগী, এই সম্বন্ধে বাবা তোমাদের অন্য কোনো সময় বলবেন ।

সব টিচার নিচে হলে মুরলি শুনছেন -
বাপদাদার সাথে সহযোগী, নিমিত্ত সেবাধারী এবং নিমিত্ত টিচারদের গ্রুপও এসেছে । ছোটরা আরও অধিক প্রিয় হয় । তোমরা নিচে থাকা সত্ত্বেও সবাই ওপরেই বসে আছ । বাপদাদা ছোট-বড় সব সেবাধারীদের, যারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সদা কাজ করবার সাহস রাখে এবং সেবাক্ষেত্রে নিজেদের ব্যস্ত (বিজি) রাখে তাদের স্মরণে অনেক অনেক স্নেহ দিচ্ছেন । এইজন্য 'তোমরা সব সেবাধারীবৃন্দ, যারা অনেকের ভাগ্য তৈরি করতে অন্য অনেক নিমিত্তদের প্রস্তুত করছ, বাপদাদা তাদের বিশেষ ত্যাগী আত্মারূপে উপলব্ধি করছেন । এইরকম বিশেষ আত্মারা বিশেষ অভিনন্দনের সাথে স্মরণ-স্নেহ গ্রহণ করছে । ডবল কামাল কি ? এক তো বাবাকে জানার কামাল ! তোমরা দূরদেশের ধর্মের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে তোমাদের ধর্ম, রীতিনীতি এবং পান-আহার সবকিছু আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, তোমরা বাবাকে জেনেছ । এইজন্য ডবল মাত দিয়ে দিয়েছ । তোমরা পর্দার অন্তরালে ছিলে । সেবার জন্য তোমরা এখন জন্ম নিয়েছ । তোমরা কোনও ভুল করনি কিন্তু ড্রামা অনুসারে সেবার নিমিত্ত সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলে । নয়তো, বিদেশের সবখানে এত সেবা কিভাবে হতো ! শুধু অল্প সময়ের সেবার কারণে নামমাত্র হিসেবনিকেশ জুড়েছিলে, এইজন্য তোমরা ডবল বিস্ময় দেখানো বাচ্চারা সদা বাবার স্নেহের জন্য তৃষ্ণার্ত, তোমাদের হৃদয় সদা 'আমার বাবা' -এই গীত গাইতে থাকে । বারোমাস তোমরা নিরন্তর একই সুরে গেয়ে চলেছ, 'আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে' , এইরকম শৌর্যের সাথে বাপদাদার সহযোগী হওয়া বাচ্চাদের স্নেহ, স্মরণ এবং নমস্কার ।

সেবাধারী ভাই-বোনেদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

মহাযজ্ঞের মহাপ্রসাদ খেয়েছিলে তোমরা ? এই প্রসাদ কখনও কম হবেনা ! এইরকম অবিনাশী মহাপ্রসাদের প্রাপ্তি হয়েছে ? কতরকম ভ্যারাইটি প্রসাদ প্রাপ্ত করেছ ? সদাকালের জন্য খুশি, সদাকালের নেশা এবং অনুভূতি - এইরকম সর্বপ্রকার প্রসাদ লাভ করেছ তোমরা ? প্রসাদ সবসময় সবার মধ্যে ভাগ ক'রে খাওয়া হয় । প্রসাদ সর্বদা চোখের ওপর, মস্তকের ওপর রেখে অর্থাত্ ঊর্ধ্বে ধারণ

ক'রে শ্রদ্ধার সাথে খাওয়া হয় । অতএব, এই প্রসাদ তোমার চোখে মিলিয়ে যাক । তোমার মস্তকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাক অর্থাত্ এটা অন্তর্লীন হয়ে যাক । এই মহাযজ্ঞ থেকে এইরকম প্রসাদ লাভ হয়েছে ? মহাপ্রসাদ গ্রহণকারী কত মহান ভাগ্যবান, এইরকম চান্স কতজনের ভাগ্যে মেলে ? খুব কমজনেরই, আর সেই কমের মধ্যে তুমি আছ । তাহলে তো তুমি মহান ভাগ্যবান হলে, তাই না ! ঠিক যেমন, তুমি এখানে থাকাকালীন, বাবা এবং সেবা ছাড়া অন্য কোনকিছু তোমার স্মরণে নেই, তো সেই কারণে এখানে তুমি যা অনুভব করেছ, সদা তোমার সাথে রেখো । সাধারণতঃ, তুমি যখন কোথাও যাও, সেখান থেকে বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু না কিছু নিয়ে যাও, তাহলে মধুবন থেকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিশেষ কি নিয়ে যাবে ? তুমি নিরন্তর সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকবে । তাহলে তুমি ফিরে গিয়েও এইরকম স্থিতিতে থাকবে নাকি বলবে যে, বায়ুমণ্ডল সেরকম ছিল অথবা সঙ্গ সেইরকম ছিল । পরিবর্তন ভূমি থেকে পরিবর্তিত হয়ে যেও । যেমনই বায়ুমণ্ডল হোক, তুমি তোমার শক্তি দিয়ে সেটা পরিবর্তন করে নাও । তোমাদের তো সেই শক্তি আছে, তাই না ? বায়ুমণ্ডলের প্রভাব তোমার ওপরে যেন না আসে । সবাই সম্পন্ন হয়ে যেও । আচ্ছা ।

মাতাদের সাথে বাপদাদাঃ-
মাতাদের জন্য এটা খুব খুশির ব্যাপার, কারণ বাবা এসেছেনই মাতাদের জন্য । গো-পালক হয়ে গো-মাতাদের জন্য তিনি এসেছেন । এই স্মৃতিস্মারকেরই গায়ন হয় । কেউই তোমাকে যোগ্য বলে মনে করেনি, একমাত্র বাবা তোমাদের যোগ্য মনে করেছেন, এই খুশিতে সদা উড়ে চলো । কোনো দুঃখ-তরঙ্গ আসতে পারেনা কারণ তোমরা সুখের সাগরের বাচ্চা হয়ে গেছ । সুখ-সাগরে যারা অন্তর্লীন হয়েছে, দুঃখ-তরঙ্গ কখনও আসতে পারেনা - তোমরা এমনই সুখের প্রতিমূর্তি ।

০১-১০-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা"
রিভাইস : ২১-০১-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগে বাবা আর ব্রাহ্মণ সদা একসাথে

আজ বাপদাদা তাঁর রাইট হ্যান্ডদের সাথে শুধু হ্যান্ড শেক করতে এসেছেন । তো হ্যান্ডশেক কতজনের সাথে হলো ? তোমরা সবাই হ্যান্ডশেক করেছ ? তোমাদের একটা সংকল্প অন্ততঃ দৃঢ় হওয়ায় তোমরা সত্য সাজনের সজনী হয়ে গেছ । একমাত্র তখনই তোমরা বিশ্ব সেবার কার্যভার সামলানোর নিমিত্ত হয়েছ । দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার কারণে বাপদাদাও প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন । প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হয়েছে, তাই না ? সবচেয়ে কাছের থেকেও কাছের বন্ধু কে ? তোমরা সবাই গডের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, কারণ তোমরা সেই একরকম কর্তব্য পালন করছো । বাবা যেমন বেহদের সেবা করেন, সেইরকমই তোমরা ছোট-বড় সবাই বেহদের সেবাধারী । আজ বাবা তাঁর ছোট ফ্রেন্ডদের জন্য বিশেষভাবে এসেছেন, কারণ তোমরা ছোট হয়েও অনেক বড় দায়িত্ব নিয়েছ ! ছোট তো ঠিকই, কিন্তু দায়িত্ব তো বড়দের নিয়েছ, না ! এইজন্য ছোট ছোট ফ্রেন্ড অধিক প্রিয় । এখন অভিযোগ তো আর নেই, তাই না ? আচ্ছা । (বোনেরা গীত গেয়েছিল : জো ওয়াদা কিয়া হ্যায়, নিভানা পড়েগা অর্থাত্ যে প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছিলে তা' পূর্ণ করতে হবে ।)

বাপদাদা তো সদাই বাচ্চাদের সেবায় তত্পর থাকেন । এখনও সাথে আছেন এবং সদাই সাথে থাকেন । যখন কম্বাইন্ডই থাকেন তবে কম্বাইন্ডকে কেউ আলাদা করতে কি করে পারবে ? এই রূহানী যুগল

স্বরূপ কখনও একে অন্যের থেকে আলাদা হতে পারেনা । যেমন ব্রহ্মাবাবা আর দাদা কম্বাইন্ড, তাঁদের কেউ আলাদা করতে পারে ? তো ফলো ফাদার করা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর বাবা কম্বাইন্ড । এই আসা-যাওয়া তো ড্রামার মধ্যে ড্রামা । বাস্তবে, অনাদি ড্রামা অনুসারে সঙ্গমযুগেই তোমরা অনাদি কম্বাইন্ড স্বরূপ হয়ে গেছ । যতক্ষণ সঙ্গমযুগ আছে, ততক্ষণ বাবা আর শ্রেষ্ঠ আত্মারা সদা সাথে আছে । এইজন্য খেলার মধ্যে খেলারূপে গীত যদিও গাও, নাচো গাও, হাসো বা নিজের মনোরঞ্জন করো কিন্তু কম্বাইন্ড রূপকে কখনও ভুলোনা । বাপদাদা তো মাস্টার টিচারদের শ্রেষ্ঠ নজরে দেখেন । বাস্তবে সব ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যারা মাস্টার শিক্ষক হয়ে দিনরাত তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে প্রকৃত সেবক হয়ে সেবা করে, তারা বিশেষের মধ্যে বিশেষ, এমনকি সেই বিশেষের মধ্যেও তারা বিশেষ ! তোমাদের নিজের এমন শ্রেষ্ঠ স্বমান সদা স্মৃতিতে রেখে সংকল্প করো, কথা বলো এবং কর্ম করো । সদা স্মরণে রেখো, তোমরা নয়নের তারা; মস্তকমণি, কণ্ঠে বিজয় মালার দানা এবং বাবার ওষ্ঠাধারের স্মিত হাসি তোমরা । তোমরা ছোট ছোট এবং অতি প্রিয় বন্ধু, সব বাচ্চারা, তোমরা যারা চতুর্দিক থেকে এসেছ সবাই তোমরা নিজেদের স্মরণ স্বীকার করো । তোমরা নিচেই বসো বা ওপরে, যারা নিচে তারা নয়নমধ্যে আর যারা ওপরে তারা নয়ন সমুখে । এই কারণে সব প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়েছে । এখন সব বন্ধুদের এবং সব সাথীদের প্রতি স্নেহ -স্মরণ আর নমস্কার । অল্প সময়ের সাক্ষাত্ ভালো । তোমরা বাচ্চারা এমন প্রতিজ্ঞাও করেছিলে - (গীত গেয়েছিলে : 'এখনই যেওনা চলি, হৃদয় নাহি ভরে'...) তোমাদের হৃদয় কি ভরবে কখনও ? এখান থেকে যত নেবে হৃদয় তোমাদের ততই পূর্ণ হবে । আচ্ছা (দিদিজীর দিকে তাকিয়ে) - সব ভালো আছ তো ? সাকার বাবা দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সুতরাং, সেটাও পূর্ণ করতে হবে । হৃদয় আবেগে ভরে গেলে খালি করতে হবে, এইজন্য তোমরা ভরতে থাকলে সেটাই ঠিক হবে ।

(দিদিজীর সাথে) - এনার সংকল্পেই বেশি আসছিল । তোমরা সব ছোট ছোট বোনেদের প্রতি দাদী এবং দিদির অধিক স্নেহ রয়েছে । নিমিত্ত দিদি এবং দাদীর বিশেষ ভালোবাসা তোমাদের সবার জন্য । তোমরা ভালোই করেছ, বাপদাদাও তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন । যে ভালোবাসার জন্য তোমরা সবাই এই চান্স লাভ করেছ, সেই ভালোবাসা থেকেই বাবার সাথে মিলনও হয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী আসা কোনো বড় ব্যাপার নয়, এও এক বিশেষ স্নেহের, বিশেষ ভালোবাসার রিটার্ন প্রাপ্ত হচ্ছে, সুতরাং, যে উত্সাহ নিয়ে তোমরা এসেছিলে, ড্রামাতে তোমাদের সবাইকে গোল্ডেন চান্স দেওয়া হয়েছে । তাহলে তো তোমরা সবাই গোল্ডেন চ্যান্সেলর হয়ে গেলে, তাই না ! তারা শুধুই চ্যান্সেলর হয়, সেখানে তোমরা হও গোল্ডেন চ্যান্সেলর । আচ্ছা ।

বরদানঃ - বিধিপূর্বক সব ধনভাণ্ডার জমা ক'রে সম্পূর্ণতার সাফল্য প্রাপ্ত ক'রে সফলতার প্রতিমূর্তি হও

৬৩ জন্মে সব ঐশ্বর্য তোমরা ব্যর্থ করেছ, এখন সঙ্গমযুগে সব ঐশ্বর্য যথার্থ বিধিপূর্বক জমা করো, জমা করার বিধি হলো, যে ধনভাণ্ডারই আছে সেইসব নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য শুভ বৃত্তির দ্বারা কার্যে ব্যবহার করো । শুধু বুদ্ধির লকারে জমা কোরোনা, সেগুলো কাজে লাগাও । সেইসব নিজের জন্যও ব্যবহার করো, নয়তো সেইসব তুমি হারিয়ে ফেলবে । এইজন্য যথার্থ বিধি দ্বারা জমা করলে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্ত করে তোমরা সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম স্নেহের অনুভব হলে, কোনরকম বাধা তোমাকে থামাতে পারেনা ।